কর্মকে পাঁচ প্রকার বলায় আপত্তি উঠতে পারে যে, ...
ইত্যাদি আরো কর্ম আছে ; তাই কর্ম পাঁচ প্রকার বলা যুক্তিসঙ্গত নয়। এই আপত্তির উত্তরে দীপিকায় বলা হয়েছে যে, ভ্রমণাদি প্রকৃতপক্ষে গমনের অন্তর্গত। তাই কর্ম পাঁচ প্রকারই।

৬।। পরমপরং চেতি দ্বিবিধং সামান্যম্।।

অর্থ—সামান্য দুই প্রকার—পরসামান্য ও অপর সামান্য।

দীপিকা—সামান্যং বিভজতে—পরমিতি। পরমধিক-দেশবৃত্তি। অপরং ন্যূন-দেশ-বৃত্তি। সামান্যাদি-চতুষ্টয়ে জাতির্নাস্তি।।

(অর্থাৎ সামান্য বা জাতির তুলনায়)

আলোচনা—বেশী সংখ্যক পদার্থে যে সামান্য থাকে, তাকে বলে পরসামান্য। তুলনায় কম সংখ্যক পদার্থে যে সামান্য থাকে, তাকে বলে অপর সামান্য। কেবল দ্রব্য, গুণ ও কর্ম নামক পদার্থেই সামান্য বা জাতি থাকে ; বাকি চারটি পদার্থে (অর্থাৎ সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাব নামক পদার্থে) সামান্য থাকে না। দ্রব্য, গুণ ও কর্ম এই তিন শ্রেণীর সব পদার্থেই সত্তা

পরং অধিক দেশবৃত্তি → বেশী দেশে বা পদার্থে থাকে
অপরং ন্যূন দেশবৃত্তি → কম দেশে বা পদার্থে থাকে

নামক সামান্য থাকে। এটিই সর্বাধিক পদার্থে থাকে। তাই 'সত্তা' নিঃসন্দেহে পরসামান্য। দ্রব্যত্ব সামান্যটি সব দ্রব্যে থাকে, কিন্তু গুণ ও কর্মে থাকে না। তাই এটি সত্তার তুলনায় কম পদার্থে থাকে। ফলে এটি অপর সামান্য। কিন্তু ঘটত্ব সামান্যটি কেবল 'ঘট' (কলসী) নামক দ্রব্যে থাকে, পট (কাপড়) প্রভৃতি অন্য কোন দ্রব্যে থাকে না। সুতরাং এটি দ্রব্যত্বের তুলনায় কম পদার্থে থাকে তাকে বলে অপর সামান্য। দেখা গেল যে দ্রব্যত্ব ঘটত্বের চেয়ে বেশী পদার্থে থাকে বলে পর সামান্য ; আবার সত্তার চেয়ে কম পদার্থে থাকে বলে অপর সামান্য। সুতরাং দ্রব্যত্বকে পরাপর সামান্য নামক তৃতীয় এক প্রকার সামান্যও বলা যায়—এরূপ মত অনেকে প্রকাশ করেন।

৭।। নিত্য-দ্রব্য-বৃত্তয়ো বিশেষাস্ত্বনন্তা এব।।

সন্ধিবিযুক্ত পাঠ—নিত্য-দ্রব্য-বৃত্তয়ঃ বিশেষাঃ তু অনন্তাঃ এব।

অর্থ—বিশেষ নামক পদার্থ নিত্য দ্রব্যে থাকে এবং বিশেষ সংখ্যায় অনন্ত (অর্থাৎ

সামান্য

৭৭।। নিত্যমেকমনেকানুগতং সামান্যম্। দ্রব্য-গুণ-কর্ম-বৃত্তি। তদ্ দ্বিবিধং পরাপর-ভেদাৎ। পরং সত্তা। অপরং দ্রব্যত্বাদি।।

সন্ধিবিযুক্ত পাঠ—নিত্যম্ একম্ অনেক-অনুগতম্ সামান্যম্। দ্রব্য-গুণ-কর্ম-বৃত্তি। তৎ দ্বিবিধম্ পর-অপর-ভেদাৎ। পরম্ সত্তা। অপরম্ দ্রব্যত্ব-আদি।।

শব্দার্থ—নিত্যম্—নিত্য। একম্—এক। অনেক-অনুগতম্—অনেক একরকম পদার্থে সমবায় সম্বন্ধে বিদ্যমান। সামান্যম্—সামান্য। দ্রব্য-গুণ-কর্ম-বৃত্তি—দ্রব্য, গুণ ও কর্মে থাকে। তৎ—তা অর্থাৎ সামান্য। দ্বিবিধম্—দুই প্রকার। পর-অপর-ভেদাৎ—পর ও অপর ভেদে। পরম্—পরসামান্য। সত্তা—সত্তা। অপরম্—অপর সামান্য। দ্রব্যত্ব-আদি—দ্রব্যত্ব ইত্যাদি।

অর্থ—নিত্য ও এক যে পদার্থ অনেক পদার্থে সমবায় সম্বন্ধে থাকে, সেই পদার্থকে বলা হয় সামান্য (বা জাতি)। সামান্য থাকে দ্রব্য, গুণ ও কর্মে। পর ও অপর ভেদে সামান্য দুই প্রকার। পরসামান্য হল সত্তা। অপর সামান্য হল দ্রব্যত্ব ইত্যাদি।

দীপিকা—সামান্যং লক্ষয়তি—নিত্যমিতি। সংযোগাদাবতিব্যাপ্তি-বারণায় নিত্যমিতি। পরমাণু-পরিমাণাদাবতিব্যাপ্তি-বারণায় অনেকেতি। অনুগতত্বং সমবেতত্বম্। তেন নাভাবাদাবতিব্যাপ্তিঃ।।

সন্ধিবিযুক্ত পাঠ—সামান্যম্ লক্ষয়তি—নিত্যম্ ইতি। সংযোগ-আদৌ অতিব্যাপ্তি-বারণায় নিত্যম্ ইতি। পরমাণু-পরিমাণ-আদৌ অতিব্যাপ্তি-বারণায় অনেক-ইতি। অনুগতত্বম্ সমবেতত্বম্ তেন ন অভাব-আদৌ অতিব্যাপ্তিঃ।।

শব্দার্থ—সামান্যম্ লক্ষয়তি—সামান্যের লক্ষণ দিচ্ছেন। নিত্যম্-ইতি—'নিত্যম্' ইত্যাদির দ্বারা। সংযোগ-আদৌ—সংযোগ ইত্যাদিতে। অতিব্যাপ্তি-বারণায়—অতিব্যাপ্তি নিবারণের জন্য। নিত্যম্ ইতি—লক্ষণে 'নিত্যম্' কথাটি গৃহীত হয়েছে। পরমাণু-পরিমাণ-আদৌ—পরমাণুর পরিমাণ ইত্যাদিতে। অতিব্যাপ্তি-বারণায়—অতিব্যাপ্তি নিবারণের জন্য। অনেক-ইতি—লক্ষণে 'অনেক' কথাটি দেওয়া হয়েছে। অনুগতত্বম্—অনুগতত্ব। সমবেতত্বম্—সমবেতত্ব। তেন—তার ফলে। ন—হয় না। অভাব-আদৌ—অভাব ইত্যাদিতে। অতিব্যাপ্তিঃ—অতিব্যাপ্তি।

আলোচনা—একই শ্রেণীর অনেক দ্রব্য, গুণ বা কর্মের মধ্যে যে সাধারণ ধর্ম থাকে, তাকে সামান্য বা জাতি বলে। আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনে যাকে 'Universal' বলে, সামান্য তারই অনুরূপ। 'সামান্য' কথাটির অর্থ সমানতা বা সমান (একই) ধর্ম (বৈশিষ্ট্য)। একটি গোরুর সঙ্গে অন্য একটি গরুর রং, দৈর্ঘ্য ইত্যাদি নানা বিষয়ে অনেক পার্থক্য থাকলেও উভয়ের মধ্যে একটি সাধারণ ধর্ম নিশ্চয়ই আছে, যার জন্য আমরা উভয়কেই গোরু বলে প্রত্যক্ষ করি। এই ধর্মকেই 'সামান্য' বলে।

আচার্য অন্নংভট্ট তাঁর তর্কসংগ্রহে সামান্যের লক্ষণ দিয়েছেন—"নিত্যমেকমনেকানুগতং সামান্যম্"; অর্থাৎ নিত্য ও এক যে পদার্থ অনেক পদার্থে সমবায় সম্বন্ধে থাকে, তাকে সামান্য বলে। সংযোগ নামক গুণে সামান্য-লক্ষণের অতিব্যাপ্তি নিবারণের জন্য লক্ষণে 'নিত্যম্' পদটি সন্নিবেশিত হয়েছে। কেবল "একমনেকানুগতং সামান্যম্" বললে লক্ষণটি সংযোগ সম্বন্ধেও প্রযোজ্য হত। কারণ, একই সংযোগ একাধিক দ্রব্যে সমবায় সম্বন্ধে থাকে। কিন্তু সংযোগ নিত্য

নয়, অনিত্য। তাই লক্ষণে 'নিত্য' কথাটি গৃহীত হওয়ায় সংযোগে অতিব্যাপ্তি নিবারিত হয়েছে। পরমাণুর পরিমাণ ইত্যাদিতে অতিব্যাপ্তি নিবারণের জন্য লক্ষণে 'অনেক' কথাটি সন্নিবেশিত করা হয়েছে। পরমাণু নিত্য বলে তার পরিমাণাদিও নিত্য। পরিমাণ প্রভৃতি গুণ বলে দ্রব্য পরমাণুতে সমবায় সম্বন্ধে থাকে। তাই কেবল 'নিত্যমেকমনুগতং সামান্যম্''—এরূপ লক্ষণ দিলে পরমাণু-পরিমাণাদিতে অতিব্যাপ্তি হত। কিন্তু পরমাণুর পরিমাণাদি যার, কেবল সেই পরমাণুতেই থাকে, একই পরিমাণ অনেক পরমাণুতে থাকে না। তাই লক্ষণে 'অনেক' কথাটি গৃহীত হওয়ায় পরমাণু-পরিমাণাদিতে অতিব্যাপ্তি নিবারিত হয়েছে। 'অনুগতম্' পদটির সাধারণ অর্থ—যা কোন পদার্থে যে কোন সম্বন্ধে থাকে। কিন্তু এরূপ অর্থ ধরলে ঘটাদির অত্যন্তাভাবে সামান্যের উক্ত লক্ষণটির অতিব্যাপ্তি হয়। অত্যন্তাভাব নিত্য এবং একই অত্যন্তাভাব অনেক ঘট ইত্যাদি পদার্থে প্রতিযোগিত্ব ইত্যাদি স্বরূপসম্বন্ধে থাকে। কিন্তু অত্যন্তাভাবাদি কোন পদার্থে সমবায় সম্বন্ধে থাকে না। তাই 'অনুগতম্' পদটির বিশেষ অর্থ ধরা হয়েছে 'সমবায় সম্বন্ধে অবস্থিত'। ফলে অত্যন্তাভাবাদিতে সামান্য-লক্ষণের অতিব্যাপ্তি নিবারিত হয়েছে। দীপিকার একটি পাঠান্তরে আছে—"জলপরমাণু-গত-রূপে অতিব্যাপ্তি-বারণায় একেতি"; অর্থাৎ জল পরমাণুর রূপে অতিব্যাপ্তি নিবারণের জন্য সামান্যের উক্ত লক্ষণে—'একম্' পদটি সন্নিবেশিত হয়েছে। কিন্তু লক্ষণের 'অনেকম্' পদটির দ্বারাই উক্ত অতিব্যাপ্তি (পূর্ববর্ণিত ভাবেই) নিবারিত হয়। সুতরাং লক্ষণে 'একম্' পদটি না দিলেও চলত। সকল ব্যক্তিতে একই সামান্য বা জাতি থাকে—সম্ভবতঃ এরূপ কথা জোরের সঙ্গে বোঝাবার জন্যই লক্ষণে 'একম্' পদটি দেওয়া হয়েছে। যেমন—সব গোরুতে একটি 'গোত্ব' সামান্যই (জাতিই) থাকে।

সামান্য পদার্থটি নিত্য। একই সামান্য একই শ্রেণীর সকল পদার্থে অভিন্নরূপে থাকে। সামান্যের উদাহরণ—দ্রব্যত্ব, মনুষ্যত্ব, গোত্ব প্রভৃতি। মনুষ্য-শ্রেণীর বিভিন্ন ব্যক্তির (individual-এর) জন্ম আছে, মৃত্যুও আছে (অর্থাৎ উৎপত্তিও আছে, বিনাশও আছে)। তাই প্রতিটি মানুষ অনিত্য। কিন্তু সব মানুষে যে মনুষ্যত্ব সামান্য থাকে, তার উৎপত্তিও নেই, বিনাশও নেই। তাই সামান্য নিত্য। অনেক ব্যক্তি বা বস্তু নিয়ে একটি শ্রেণী গঠিত হয়। একটিমাত্র ব্যক্তি বা বস্তু নিয়ে কোন শ্রেণী গঠিত হতে পারে না। সামান্য এক শ্রেণীর অনেক পদার্থের মধ্যে সমানভাবে বিরাজ করে। একটিমাত্র ব্যক্তিতে বা বস্তুতে যে ধর্ম থাকে, তাকে বলে বিশেষবৃত্তি ধর্ম। সামান্য তার বিপরীত। সামান্য হল বহু পদার্থকে একশ্রেণীর বলে ধারণা জন্মাবার কারণ অর্থাৎ শ্রেণী বা জাতির ধারণার ভিত্তি। একটি সামান্যের মধ্যে আর কোন সামান্য থাকতে পারে না। সামান্য কেবল দ্রব্য, গুণ ও কর্মে থাকে, অন্য কোন পদার্থে সামান্য থাকে না। তবে একই পদার্থে একাধিক সামান্য থাকতে পারে। যেমন—ঘটে ঘটত্ব, দ্রব্যত্ব ও সত্তা, এই তিনটি সামান্য থাকতে পারে।

আচার্য অন্নংভট্ট সামান্যকে দুইভাগে ভাগ করেছেন—পরসামান্য ও অপরসামান্য। অধিক ব্যক্তিতে (individual-এ) থাকাই পরতা আর অল্প ব্যক্তিতে থাকাই অপরতা। 'সত্তা' নামক সামান্যটি সর্বাধিক ব্যক্তিতে (সব দ্রব্য, গুণ ও কর্মে) থাকে। তাই নিঃসন্দেহে সত্তা হল পরসামান্য। দ্রব্যত্বাদি (দ্রব্যত্ব, গুণত্ব, কর্মত্ব) সামান্য সত্তার তুলনায় কম ব্যক্তিতে থাকে। তাই এরা অপর সামান্য। এরা আবার ঘটত্বাদি সামান্যের চেয়ে বেশী ব্যক্তিতে থাকে। তাই ঘটত্বাদির

তুলনায় দ্রব্যত্বাদিকে পরসামান্য বলা যায়। তাই কোন কোন পণ্ডিত দ্রব্যত্ব, গুণত্ব ইত্যাদিকে পরাপর সামান্য নামে এক পৃথক শ্রেণীর সামান্য বলেছেন। ঘটত্বাদি অপেক্ষা অল্প ব্যক্তিতে থাকা সামান্য আর নেই। তাই ঘটত্বাদি নিঃসন্দেহে অপরসামান্য।

৭৮।। নিত্য-দ্রব্য-বৃত্তয়ো ব্যাবর্তকা বিশেষাঃ।।

সন্ধিবিচ্ছেদ পাঠ—নিত্য-দ্রব্য-বৃত্তয়ঃ ব্যাবর্তকাঃ বিশেষাঃ।।

শব্দার্থ—নিত্য-দ্রব্য-বৃত্তয়ঃ—যে সব পদার্থ নিত্য দ্রব্যে থাকে। ব্যাবর্তকাঃ—পার্থক্যবোধক। বিশেষাঃ—বিশেষ নামক পদার্থ।

অর্থ—যে সব পদার্থ নিত্য দ্রব্যে থেকে তাদের পারস্পরিক পার্থক্য বোঝায়, তাদের বলে বিশেষ।

দীপিকা—বিশেষং লক্ষয়তি—নিত্যেতি।

সন্ধিবিযুক্ত পাঠ—বিশেষম্ লক্ষয়তি—বিশেষের লক্ষণ দিচ্ছেন। নিত্য-ইতি—নিত্য ইত্যাদির দ্বারা।

আলোচনা—অনিত্য দ্রব্যসমূহ অবয়ব-সংযোগে (অংশসমূহের যোগে) গঠিত বা উৎপন্ন হয়। তাই তাদের একটির সঙ্গে অপরগুলির পার্থক্য তাদের অবয়বসমূহের পার্থক্যের দ্বারাই বোঝা যায়। কিন্তু নিত্য দ্রব্যসমূহ (পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ুর পরমাণু এবং আকাশ, দিক, কাল ও আত্মা) নিরবয়ব। তাদের একটির সঙ্গে অপর নিত্য দ্রব্যগুলির পার্থক্য আছে। এই পার্থক্যবোধক পদার্থরূপেই বিশেষ কল্পিত হয়েছে। বৈশেষিক দর্শনে বলা হয়েছে যে, প্রতিটি নিত্য দ্রব্যের মধ্যে একটি করে পৃথক বিশেষ থাকে এবং সেই বিশেষের পার্থক্যই নিত্য দ্রব্যগুলির পারস্পরিক পার্থক্য বুঝিয়ে দেয়।

আচার্য অন্নংভট্ট তাঁর তর্কসংগ্রহে বিশেষের লক্ষণ দিয়েছেন—"নিত্যদ্রব্যবৃত্তয়ো ব্যাবর্তকা বিশেষাঃ"; অর্থাৎ যে সকল পদার্থ নিত্য দ্রব্যসমূহের মধ্যে [সমবায় সম্বন্ধে] থেকে নিত্য দ্রব্যগুলির ব্যাবর্তক (ইতরভেদের অর্থাৎ একটির অপরগুলির থেকে পার্থক্যের অনুমিতির হেতু) হয়, তাদের বিশেষ বলা হয়। বিশেষ হল সামান্যের বিপরীত। সহজ ভাষায় বলা যায় যে, অবয়বহীন নিত্য দ্রব্যগুলির পারস্পরিক পার্থক্য ও অসাধারণত্বই (uncommonness) বিশেষ।

বিশেষ কেবল নিত্য দ্রব্যেই থাকে। তাই বিশেষও নিত্য পদার্থরূপে স্বীকার্য। নতুবা (বিশেষকে অনিত্য বললে) প্রতিটি নিত্যদ্রব্যে অসংখ্য বিশেষ স্বীকার করতে হয় এবং তার ফলে গৌরব দোষ ঘটে। নিত্য দ্রব্য অসংখ্য। প্রতিটি নিত্য দ্রব্যে একটি করে বিশেষ থাকে। ফলে বিশেষও অসংখ্য।

বিশেষ কেবল নিত্য দ্রব্যসমূহের পারস্পরিক পার্থক্যই বোঝায় না, নিজেদের পারস্পরিক পার্থক্যও বোঝায় বলে স্বীকার করা হয়েছে। একটি বিশেষ থেকে অপর একটি বিশেষের পার্থক্যের উপলব্ধির জন্য তাদের মধ্যে আবার একটি করে পৃথক বিশেষ স্বীকার করলে ঐ দ্বিতীয় প্রকারের বিশেষের মধ্যে আবার তাদের পার্থক্যবোধের জন্য তৃতীয় প্রকারের পৃথক বিশেষ স্বীকার করতে হবে। এইভাবে অনন্ত ধরনের বিশেষ স্বীকার করতে হবে। ফলে অনবস্থা দোষ হবে। এই দোষ পরিহারের জন্য বিশেষগুলিকে 'স্বতো ব্যাবর্তক' বলে স্বীকার করা

কিন্তু সংখ্যায় এক। এদের প্রতিটিতে একটি করে বিশেষ থাকে। জীবাত্মা বহু কিন্তু পরমাত্মা এক – দুপ্রকার আত্মাই নিত্যদ্রব্য।

হয়েছে ; অর্থাৎ ধরে নেওয়া হয়েছে যে, বিশেষগুলি নিজেদের পারস্পরিক পার্থক্য নিজেরাই বুঝিয়ে দিতে পারে, তার জন্য এদের অন্য কোন পদার্থের সাহায্যের প্রয়োজন হয় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ স্বপ্রকাশ আলোকের কথা বলা যায়। সব পদার্থ দেখতে আলোক লাগে, কিন্তু আলোক দেখতে অন্য কোন পদার্থের সাহায্য লাগে না, তা নিজেই নিজেকে দেখাতে পারে। আলোক যেমন স্বয়ংপ্রকাশ, বিশেষও তেমনি স্বতো ব্যাবর্তক। তাই পার্থক্যবোধক সব পদার্থকেই বিশেষ না বলে নিত্য দ্রব্যগুলির পারস্পরিক পার্থক্যের বোধক স্বতোব্যাবর্তক পদার্থগুলিকেই 'বিশেষ' বলা হয়েছে। তাই বিশেষকে অন্ত্যবিশেষও বলা হয়। অন্ত্য – শেষের চরম

নিত্যদ্রব্যসমূহ অতীন্দ্রিয় ; তাই তাদের মধ্যে অবস্থিত বিশেষও অতীন্দ্রিয়। এরা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয় অর্থাৎ সাধারণ প্রত্যক্ষের দ্বারা জ্ঞেয় নয়। এরা একমাত্র যোগজ প্রত্যক্ষ আর অনুমানের দ্বারা জ্ঞেয়। সম্ভবতঃ বৈশেষিক দর্শনেই প্রথম 'বিশেষ' নামক পদার্থের কথা বলা হয়েছিল বলে দর্শনটির এরূপ 'বৈশেষিক' দর্শন নাম হয়েছে। অন্ত্যবিশেষ – চরম ব্যবর্তক

৭৯।। নিত্যসম্বন্ধঃ সমবায়ঃ। অযুত-সিদ্ধ-বৃত্তিঃ। যয়োর্দ্বয়োর্মধ্যে একমবিনশ্যদপরাশ্রিতমেবাবতিষ্ঠতে তাবযুতসিদ্ধৌ। যথাবয়বাবয়বিনৌ গুণ-গুণিনৌ, ক্রিয়া-ক্রিয়াবন্তৌ